

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

274213 - ফজররে আযানরে সময় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে হওয়ায় আযানরে পরও খাওয়া-দাওয়া করা

প্রশ্ন

মশিরে ফজররে নামাযরে সময় নির্ধারণ নিয়ে মতভেদে আছে। গতকাল আমার মা ফজররে আযান শুনার সময় তীব্র পিপাসা অনুভব করছিলেন। তিনি আমার ভাইকে জিজ্ঞাসে করলেন। আমার ভাই মশিরে একজন বড় সালাফি শাইখরে তাকলদি করে বললেন যে, পান করুন। সবে শাইখ বলেন যে, নামাযরে ওয়াক্ত নির্ধারণে ভুল আছে। তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা আযানরে ১০ মিনিট পরও খাওয়া-দাওয়া করতেন। আমার ভাই অনেকেবার এটা করছেন; কিন্তু তার সংখ্যা মনে নাই। এখন আমার মা ও ভাইকে কী করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

রোযার ক্ষত্রে ফরয হল ফজর উদতি হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় রোযাভঙ্গকারী যাবতীয় বিষয় থেকে বরিত থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসুতা (রাতরে কালো রাখো) হতে উষার সাদা সুতা (সাদা রাখো) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভিত না হয়।"[সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

সুতরাং ধর্তব্য হচ্ছে- ফজর উদতি হওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি ফজর উদতি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতি হয়নি সে ব্যক্তি নিশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত খতে পারে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি জানে যে, মুয়াজ্জনি ওয়াক্ত হওয়ার আগই আযান দিয়ে কহিবা সন্দেহে করে যে, মুয়াজ্জনি কী ঠিকি সময়ে আযান দিয়েছে নাকি সময়রে আগ; সক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি নিশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত খতে পারে। তবে, উত্তম হচ্ছে সতর্কতাস্বরূপ আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার থেকে বরিত থাকা শুরু করা।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে একটা প্রশ্ন করা হয়, সে প্রশ্নটির ভাষ্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও পানাহার করছে যাচ্ছে তার রোযার শরয়া হুকুম কী?

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জবাবে তিনি বলেন: ঈমানদারের উপর ফরয হচ্ছে- তার কাছে ফজর উদতি হওয়া নশ্চিতি হল পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বরিত হওয়া; যদি রোযাটির ময়ানরে ফরয রোযা হয়, মানতরে রোযা হয়, কাফফারার রোযা হয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসুতা (রাতরে কালো রখো) হতে উষার সাদা সুতা (সাদা রখো) স্পষ্টরূপে তোমাদের নকিট প্রতভিত না হয়।"[সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

যখন কটে আযান শুনতে পায় এবং সে জানে যে, ফজররে সময় হলই আযান দয়ো হয় সক্ষেতেরে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থেকে বরিত হওয়া ফরয।

আর যদি মুয়াজ্জনি ফজর হওয়ার পূর্বহেই আযান দয়ে সক্ষেতেরে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থেকে বরিত হওয়া ফরয নয়। বরং ফজর উদতি হওয়া নশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা তার জন্য জায়যে।

আর যদি মুয়াজ্জনিরে অবস্থা না জানে যে, সে কি ফজর হওয়ার আগে আযান দয়ে; নাকি ফজর হওয়ার পরে আযান দয়ে তাহলে উত্তম হচ্ছে ও সতর্কতা হচ্ছে- আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বরিত হওয়া। আর যদি আযান চলাকালও সে কোনে কিছু পানাহার করে তাতেও কোনে অসুবিধা নহে। কারণ ফজর উদতি হওয়ার ব্যাপারে সে নশ্চিতি হয়নি।

এ কথা সুবদিতি যে, যে ব্যক্তি শহররে ভতেরে বসবাস করে যখনে বদৈযুক্তি বাতরিয়ছে সেখনে নজি চোখে দেখে ফজর উদতি হওয়া অবহতি হওয়া সম্ভবপর নয়। কনিত্তু, তার উচিত আমলরে ক্ষতেরে সাবধানতা অবলম্বন করা; আযানরে মাধ্যমে ও ক্যালনেডাররে মাধ্যমে; যে সব ক্যালনেডারে ঘণ্টা ও মনিটরে মাধ্যমে ফজর উদতি হওয়ার সময় নির্ধারণ করা থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এ বাণীর উপর আমল করে: "যাতে তোমার সন্দহে নহে সটো গ্রহণ করে যাতে তোমার সন্দহে আছে সটো বরজন কর।" এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি সংশয়মূলক বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকে সে ব্যক্তি তার দ্বীনদারিও সম্ভ্রম রক্ষা করে।" আল্লাহই উত্তম তাওফিকিদাতা। [‘ফাতাওয়া রমাদান’ থেকে সংকলতি; সংকলক: আশরাফ আব্দুল মাকছুদ, পৃষ্ঠা-২০১]

এ আলোচনার আলোকে বলব: আপনার মা ও ভাই যদি তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য আলমেরে তাকলদি করে থাকেন, যনি বলেন যে, সুবহে সাদকে এর আগহে আযান দয়ো হয় এবং এ অভমিতরে ভিত্তিতে তারা পানাহার করেন তাহলে তাদের ইতপূর্ববে পালনকৃত রোযাতে কোনে সমস্যা নহে। তার রোযা সহহি।

তবে, ভবষিযতে আযানরে সাথে সাথে বরিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা ক্যালনেডারে ভুল আছে বললে অনেকে কথা উঠবে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বশিযেত: ভুলরে পরমিাণ নর্ধারণরে ক্শত্ৰে। তাই রণোর ক্শত্ৰে সতর্কতা হচ্ছ- আযানরে সাথে পানাহার বর্জন করা।

আর নামায়রে ক্শত্ৰে সতর্কতা হচ্ছ- বশি মনিটি বা তারও বশে সময় পর নামায় আদায় করা।

আরও জানতে দেখুন: [26763](#) নং ও [66202](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।